ধানের বীজতলা

ভাল হলে বীজতলা
চারা হবে তরতাজা

ফ্যাক্ট শীটঃ ধান চাষাবাদ পদ্ধতি

ব্রি বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট

বীজতলার গুরুত্ব

বীজতলায় যত্ন সহকারে চারা তৈরি করা হলে সুস্থ ও সবল চারা পাওয়া যায়। এ ধরনের চারা জমিতে রোপণ করা হলে চারার বাড়-বাড়তি ভাল হয়। বীজতলায় চারা তৈরির মাধ্যমে ধানের আবাদ করা হলে বীজের পরিমাণ কম লাগে এবং একই জমিতে একাধিক ফসল করা যায়।

জাগ দেওয়া অঙ্কুরিত বীজ

বীজ বাছাই এবং জাগ দেওয়া

- বীজকে ভালভাবে ঝেড়ে বেছে নিয়ে অঙ্কুরোদগমের পরীক্ষা করতে হবে।
- শতকরা ৮০-৯০ ভাগ অঙ্কুরোদ্‌গম সক্ষম ধান বীজ হিসাবে ব্যবহার করতে হবে।
- পরিমাণমতো বীজ ২৪ ঘন্টা পানিতে ডুবিয়ে রাখার পর চটের বস্তা অথবা মাটির পাত্রে জাগ দিতে হবে।
- অঙ্কুরিত বীজ বীজতলায় বপন করতে হবে ।

অঙ্কুরিত বীজ বীজতলায় বপন

বীজতলা তৈরি

- সেচ সুবিধাযুক্ত এবং প্রচুর আলো-বাতাস পায় এমন স্থান বীজতলার জন্য নির্বাচন করতে হবে।
- জমি ভালভাবে চার-পাঁচটি চাষ ও মই দিয়ে থকথকে কাদাময় করে তৈরি করতে হবে।
- জমির এক পাশ থেকে ১.২৫ মিটার (৪৯.২১ ইঞ্চি) চওড়া করে লম্বালম্বিভাবে বীজতলা তৈরি করতে হবে। দুই বীজতলার মাঝে ৫০ সেন্টিমিটার (১৯.৬৯ ইঞ্চি) জায়গা ফাঁকা রেখে এবং এই ফাঁকা জায়গা থেকে মাটি তুলে নিয়ে দুই পাশের বীজতলাকে একটু উঁচু করতে হবে। এতে ফাঁকা জায়গায় যে নালার সৃষ্টি হয় তা দিয়ে পানি ব্যবস্থাপনার সুবিধা হবে।
- বীজ বপনের আগে বীজতলাকে ভালভাবে সমান করে নিতে হবে।

[বন্যা কবলিত এলাকায় বীজতলা তৈরীর পদ্ধতি মডিউল ৪ এর ফ্যাক্ট শীট ৬ ও ৭ দেখুন]

বীজের পরিমাণ

- প্রতি বর্গমিটার বীজতলায় ৮০-১০০ গ্রাম বীজ বপন করতে হবে।
- প্রতি ৩৩ শতক জমিতে রোপণের জন্য ৩-৪ কেজি বীজের প্রয়োজন।
- এক একক পরিমাণ বীজতলার চারা দিয়ে বিশ গুণ পরিমাণ জমি রোপণ করা যায়।

বীজতলার পরিচর্যা

- বীজ বপনের পর থেকে চারার শিকড় মাটিতে লেগে যাওয়া পর্যন্ত (৫-৭ দিন) সেচের পানি দিয়ে নালা ভর্তি করে রাখতে হবে। এতে বীজতলার মাটি নরম থাকে, গজানো বীজ নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থাকে না এবং বীজতলাও শুকায় না।
- বীজ বপনের ৫-৭ দিন পর বীজতলায় ছিপছিপে (২-৩ সেন্টিমিটার) পানি রাখা হলে চারার বাড়-বাড়তি ভাল হয়।
- পরে চারা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সমন্বয় রেখে পানির পরিমাণ ৩-৫ সেন্টিমিটার বাড়ানো যায়। তবে এর চেয়ে বেশি পানি রাখা হলে চারা লম্বা ও দুর্বল হয়ে যায়।
- কোন কারণে চারার বৃদ্ধি কম হলে এবং গাছ হলদে হয়ে গেলে প্রতি বর্গমিটারে ৭ গ্রাম ইউরিয়া সার উপরি প্রয়োগ করতে হবে।
- পোকার আক্রমণ দেখা দিলে অনুমোদিত হারে কীটনাশক প্রয়োগ করতে হবে ।

আরো তথ্যের জন্য ঃ
পরিচালক (গবেষণা), ব্রি, গাজীপুর-১৭০১ ই-মেইলঃ dr@brri.gov.bd